বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০২৫

১৭ মে, ২০২৫

ডিজিটাল রূপান্তরে নারী-পুরুষের সমতায়ন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
১৭ মে ২০২৫

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ১৭ মে World Telecommunication and Information Society Day পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

টেলিযোগাযোগ সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারসহ ডিজিটাল রূপান্তরে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ একটি বৈষম্যমুক্ত, আধুনিক সমাজ বিনির্মাণের পূর্বশর্ত। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ডিজিটাল রূপান্তরের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Gender Equality in Digital Transformation' তথা 'ডিজিটাল রূপান্তরে নারী-পুরুষের সমতায়ন', তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে খুবই আন্তরিক। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। জনগণের সরকারি সেবা প্রাপ্তি সহজতর করতে ও হয়রানি কমাতে ডিজিটাল সেবা কেন্দ্র 'নাগরিক সেবা' তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারা দেশে ইউনিয়ন নাগরিক সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সেবা চালু করা হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং এবং নারী/কিশোরী শিক্ষার্থীদের জন্য (She-STEM) ট্রেনিং এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ স্যাটেলাইটভিত্তিক উচ্চগতির ইন্টারনেট নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে যাচ্ছে, যা প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলসহ সারাদেশে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

আমি জনগণের জন্য বিশ্বমানের টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা নিশ্চিত করতে সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রগতিশীল ও সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে উঠবে, নিশ্চিত হবে ডিজিটাল সমতা।

আমি দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

এক নজরে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

উদ্যোগসমূহ	আগস্ট ২০২৪-এর পূর্বে	মে ২০২৫ পর্যন্ত
Mbps প্রতি ব্যান্ডউইডথ চার্জ (সর্বনিম্ন)	৬০ টাকা	৩০ টাকা
সাবমেরিন ক্যাবল ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার বৃদ্ধি	২.৪ Tbps	৪ Tbps-এর বেশি (ন্যূনতম ৫০% সাবমেরিন ক্যাবল ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা)
গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবার দাম	ফিক্সড ব্রডব্যান্ড: ৫০০-৮০০ টাকা (১০ Mbps) মোবাইল ব্রডব্যান্ড: ২০-২৫ টাকা (প্রতি GB ভলিউম)	IIG/NTTN পর্যায়ে ব্যান্ডউইথ চার্জ হ্রাসের ফলে গ্রাহক পর্যায়ে মূল্য হ্রাস: মোবাইল গ্রাহকদের মেয়াদহীন প্যাকেজ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ;
টেলিযোগাযোগ আইন ও সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ	গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট বন্ধ করার সুযোগ ছিল	মৌলিক অধিকারের ন্যায় গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট বন্ধ করার পথ রুদ্ধ করতে আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ; সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ উপদেষ্টা পরিষদে গৃহীত;
তরুণ প্রজন্মের জন্য সামাজিক উদ্যোগ	তরুণ প্রজন্মের জন্য আলাদা করে কোন উদ্যোগ ছিল না	তরুণ প্রজন্মের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সহযোগিতা যেমন- আইসিটি প্রশিক্ষণ, মোবাইল প্যাকেজ ইত্যাদির উদ্যোগ গ্রহণ;
পলিসি পরিবর্তন	বহু স্তরের নেটওয়ার্ক টপোলজির জন্য সেবামূল্য বৃদ্ধি	নেটওয়ার্ক টপোলজিতে স্তর কমিয়ে সেবার মূল্য কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ;
ডাক বিভাগের ডিজিটাল রূপান্তর	কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেই	বিট ম্যাপ ও ডিজিটাল এড্রেস এবং কাস্টমার অ্যাপের মাধ্যমে ডাক বিভাগের আর্থিক সেবাসহ সকল সেবা একীভূতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
ওয়ানস্টপ নাগরিক সেবা	ওয়ানস্টপ সেবা প্রদানের কোন উদ্যোগ নেই	'নাগরিক সেবা' নামে সরকারি সকল সেবা এক জায়গা থেকে প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;
স্যাটেলাইট ভিত্তিক সেবা	বাংলাদেশি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হলেও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কারিগরি অদক্ষতার জন্য বাণিজ্যিক সফলতা পাওয়া যায়নি	অবিক্রীত ট্রান্সপন্ডার ক্যাপাসিটি বিক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে; দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে স্টারলিংক-কে সেবার অনুমোদন প্রদান;
প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা	ব্যয়বহুল ও অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় ব্যয়	অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল প্রকল্প পরিহার; আইসিটি খাতে দুই-হাজার কোটি টাকার অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প ব্যয় সংকোচন; পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের উদ্যোগ গ্রহণ;

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
(প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা)
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিগত ১৯৬৯ সালের ১৭ মে থেকে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস পালিত হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে প্রতিবছরের মতো এবারও ১৭ই মে ২০২৫ বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আইটিইউ (ITU) কর্তৃক এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "Gender Equality in Digital Transformation" যার অর্থ "ডিজিটাল রূপান্তরে নারী-পুরুষের সমতায়ন" যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

উপদেষ্টা পরিষদ ইতোমধ্যে সাইবার নিরাপত্তা আইনের নিপীড়নমূলক ধারাগুলো বাতিল করেছে। যুগোপযোগী কিছু নতুন ধারা সংযোজন করে 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' নামে নতুন আইনের খসড়া অনুমোদন দিয়েছে। প্রস্তাবিত এই অধ্যাদেশে 'ইন্টারনেট'কে অন্যতম একটি নাগরিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশে স্টারলিংকের স্যাটেলাইট-ভিত্তিক ইন্টারনেট সেবার লাইসেন্সের আবেদন অনুমোদন করেছেন। এ সেবা চালু হলে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে উচ্চগতির ইন্টারনেট সহজলভ্য হবে। বর্তমানে টেলিযোগাযোগ আইন সংশোধন করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে কোন সরকার যেন নিজেদের স্বার্থে ইন্টারনেট বন্ধ করতে না পারে সে বিষয়ে সরকার কাজ করছে।

টেলিকমিউনিকেশন খাতে নাগরিকবান্ধব সেবার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাধাসমূহ এক এক করে অপসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের এই বাধাগুলোর কারণে দীর্ঘদিন ধরে টেলিকমিউনিকেশন খাতের উল্লেখযোগ্য সেবার গুণগত মানোন্নয়ন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দেশের ভেতরে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ স্তরে ফাইবার ক্যাপাসিটির সর্বাধিক ব্যবহারের লক্ষ্যে ডিডাব্লিউডিএম (DWDM) প্রযুক্তিকে মোবাইল অপারেটর ও আইএসপিদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে যা ইতঃপূর্বে শুধুমাত্র কতিপয় কোম্পানির কাছে কুক্ষিগত হয়ে ছিল। আশা করছি দেশের ৯০ শতাংশ মোবাইল টাওয়ার শীঘ্রই ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কানেক্টেড হবে যা এখন মাত্র ৩৬ শতাংশ।

এসব কৌশলগত এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে হাই-স্পীড কানেক্টিভিটি স্তরের উপর ডিজিটাল সার্ভিস সেবাসমূহ নিয়ে কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ বহুবিধ ডিজিটাল সার্ভিস ভিত্তিক ব্যবসার জন্য একটি উন্নত ক্ষেত্র হিসেবে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে এগিয়ে থাকবে বলে আমরা আশাবাদী।

আমি বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

12.05.2025

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

মোঃ জহিরুল ইসলাম

সচিব (রুটিন দায়িত্ব)
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস, ২০২৫ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সর্বস্তরের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, ১৮৬৫ সালের ১৭ মে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর শতবর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৯৬৯ সাল থেকে এই দিনটি 'বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে ২০০5 সালে বিশ্ব তথ্য সমাজ সম্মেলনের সুপারিশে জাতিসংঘ ১৭ মে-কে 'বিশ্ব তথ্য সংঘ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। একই বছর ITU-এর প্লেনিপোটেনশিয়ারি সম্মেলনে উভয় দিবসকে একীভূত করে 'বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস' হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই বছরের প্রতিপাদ্য 'ডিজিটাল রূপান্তরে নারী-পুরুষের সমতায়ন' এক সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তু। এটি প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে নারী ও পুরুষের জন্য সমান সুযোগ ও অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী অর্থনীতিতে উত্তরণের জন্য আমাদের সুশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সুরক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল রূপান্তর নিশ্চিত করতে হবে। যদিও দেশে মোবাইল সংযোগ ১৮৬ মিলিয়ন এবং ইন্টারনেট সংযোগ ১৩০ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে, তথাপি এখনো নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রবেশাধিকার ও ব্যবহারে বৈষম্য রয়ে গেছে। GSMA-এর তথ্যমতে, বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারে নারীরা পুরুষের তুলনায় ২০% এবং মোবাইল ইন্টারনেটে ৩৯% পিছিয়ে। BBS-এর তথ্য অনুযায়ী, পুরুষদের মধ্যে ৪৫% এবং নারীদের মাত্র ৩২% ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। স্মার্টফোন অ্যাক্সেস, ডিজিটাল দক্ষতা, আর্থিক সক্ষমতা ও সামাজিক বাধার কারণে নারীরা এখনও পিছিয়ে রয়েছে। দেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ২০% - এই বৈষম্য দূর করতে হলে সাশ্রয়ী ডিভাইস, প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ ইন্টারনেট পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি মানুষ ও প্রতিটি অঞ্চল পর্যন্ত উচ্চগতির ইন্টারনেট ও ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যে সরকার নীতিমালা, আইন ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোর সংস্কার এবং টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে। সরকারি সেবাসমূহকে ডিজিটাল মাধ্যমে সহজলভ্য করার কাজও চলমান রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে নারীবান্ধব প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু আছে। মোবাইল সেট, অপটিক্যাল ফাইবারসহ অনেক সরঞ্জাম এখন দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তা খাতে অগ্রগতির ফলে বাংলাদেশ গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। মোবাইল ব্যাংকিং ও ডিজিটাল পেমেন্ট দেশের জনগণকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করছে এবং নারীরা ই-কমার্স ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ করছে।

২০২৪ সালের ঐতিহাসিক জুলাই আন্দোলন প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশে নারীরা আজ অনেক বেশি সচেতন, আত্মবিশ্বাসী এবং নেতৃত্বদানে সক্ষম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁদের সক্রিয়তা প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারের অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে, "ডিজিটাল রূপান্তরে নারী-পুরুষের সমতায়ন" কেবল একটি প্রতিপাদ্য নয়, এটি একটি জাতীয় অঙ্গীকার। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমানভাবে সম্পৃক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের আছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি - সরকার, বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজ এবং জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ গড়ে তুলতে পারব, যেখানে নারী ও পুরুষ সমানভাবে উন্নয়নের অংশীদার হবেন।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস, ২০২৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ জহিরুল ইসলাম

মেজর জেনারেল মোঃ এমদাদ উল বারী, ওএসপি, এনডিসি, পিএসসি টিই (অবঃ)

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

প্রতি বছরের ন্যায়, এবারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস। ২০২৫ সালের বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবসের প্রতিপাদ্য 'Gender equality in digital transformation' (ডিজিটাল রূপান্তরে নারী-পুরুষের সমতায়ন) যা প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের বলিষ্ঠ পটভূমি গঠনের একটি পূর্নাঙ্গ আহবান। প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতিটি ধাপে মানুষই হবে কেন্দ্রবিন্দু-নারী বা পুরুষ নয়। আমাদের নীতিমালাগুলো এমন হতে হবে, যেখানে প্রান্তিক ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য ডিজিটাল পরিবেশ হবে নিরাপদ, সক্ষমতাবর্ধক এবং প্রণোদনামূলক।

বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা জনগণের মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। জনগণের এই সেবা নিশ্চিতে সরকার নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ডিজিটাল রূপান্তর তাই কেবল প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নয়, পরিবর্তিত সময়েরও দাবী। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নারীরা আজ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্যোক্তা কার্যক্রম এবং কর্মসংস্থানে আগের চেয়ে অনেক বেশি যুক্ত হচ্ছেন। অনলাইন প্রশিক্ষণ, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ই-কমার্স নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছে। তবে এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে হলে প্রযুক্তি ব্যবহারে নারীদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী ৭০ ভাগ পুরুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করলেও নারীর সংখ্যা ৬৫ ভাগ, যার অর্থ বিশ্বব্যাপী নারীদের তুলনায় ১৮৯ মিলিয়ন বেশি পুরুষ অনলাইনে সক্রিয় থাকেন। অনেক উন্নত দেশে পুরুষ-নারীর মাঝে ডিজিটাল বৈষম্য কমে গেলেও স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে (এলডিসি) এটি আরো বিস্তৃত হয়েছে, যেখানে ৪১ ভাগ পুরুষের তুলনায় মাত্র ২৯ ভাগ নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। নারীদের কেবল প্রযুক্তিতেই প্রবেশাধিকারে নয় বরং ক্রয়ক্ষমতা, ডিজিটাল দক্ষতা এবং প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়ে গেছে। সাশ্রয়ী ইন্টারনেট, ডিজিটাল নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে নারীদের আরও এগিয়ে নিতে সরকার, বেসরকারি খাত এবং সমাজের যৌথ উদ্যোগ অপরিহার্য। সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা-বৈচিত্র্য, উদ্ভাবন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। আইএমএফের মতে, শ্রমবাজারে লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনা গেলে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলিতে জিডিপি ৮ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

টেলিযোগাযোগ বিপ্লবের সর্বোচ্চ সুফলতা যদি আরও আমাদের উপভোগ করতে হয়, তাহলে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি জনসাধারণকে অধিকতর ডিজিটাল সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ আমরা প্রত্যক্ষ করে এসেছি। তবে, টাওয়ার শেয়ারিং নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করার মাধ্যমে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের বাধা দূর করা হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। বিটিআরসি টেলিযোগাযোগ খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও গ্রাহকসেবার মানোন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশের সর্বব্যাপী গ্রাহকদের ব্যবহৃত হ্যান্ডসেটে সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা না থাকায় সর্বস্তরের মানুষের মাঝে নতুন প্রযুক্তির প্রসারের ক্ষেত্রে সাময়িক ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়; যেই চ্যালেঞ্জ সমাধানে গ্রাহকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের স্মার্টফোন সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় মোবাইল ফোন নির্মাণ শিল্পের প্রসারণ নিশ্চিত করতে ব্যবসাবান্ধব নীতিমালা প্রণয়নসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিজিটাল লিটারেসি বাড়াতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাত একটি প্রতিশ্রুতিশীল অবস্থানে রয়েছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে বিদ্যমান বাধাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসনে বিটিআরসি অপারেটরদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। সেবার মান ও পরিধি বাড়াতে সরকারের নীতি সহায়তা, অপারেটরদের বিনিয়োগ এবং গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধি একত্রে এই খাতকে আরও শক্তিশালী করবে। ডিজিটাল রূপান্তরে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে সকলে একসাথে কাজ করা এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি যেন আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিফলিত হয়। আমাদের প্রত্যাশা, বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০২৫ (WTISD) উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচি জনগণ, নীতিনির্ধারক, জনব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। আমি দিবসটি উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মেজর জেনারেল মোঃ এমদাদ উল বারী, ওএসপি, এনডিসি, পিএসসি টিই (অবঃ)

মোঃ আশরাফ হোসেন, পিইঞ্জঃ

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস, ২০২৫ এর আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) নির্ধারিত প্রতিপাদ্য 'Gender Equality in Digital Transformation, ডিজিটাল রূপান্তরে নারী-পুরুষের সমতায়ন'। আইটিইউ-এর ১৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিপাদ্যটি আমাদের এ বিষয়ে সচেতন করে যে, নারীদের প্রযুক্তি ব্যবহারে পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা পর্যন্ত প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায্য তথ্যসমাজ গঠন সম্ভব নয়।

বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ২.৬ বিলিয়ন মানুষ ইন্টারনেট সংযোগ থেকে বঞ্চিত, যাদের বেশিরভাগই নারী ও কন্যা শিশু। বাংলাদেশেও এই চিত্র বিদ্যমান। তাই নারীর জন্য সহজপ্রাপ্য, নিরাপদ ও ক্ষমতায়নমূলক ডিজিটাল পরিসর তৈরি করা জরুরি। প্রযুক্তির কনভারজেন্স, যন্ত্র-মানব/যন্ত্র-যন্ত্র যোগাযোগ, OTT সেবার বিস্তার এবং টেলিযোগাযোগের অত্যাবশ্যক ইউটিলিটিতে রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন একটি আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব, সাইবার হুমকি এবং উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেমের প্রয়োজনীয়তাও এর অন্তর্ভুক্ত। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে এবং এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার টেলিযোগাযোগ খাতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর নীতি সহায়তা ও বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

ডিজিটাল খাতে দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে সরকার গবেষণা, মেধাস্বত্ব সুরক্ষা, ডিজিটাল পণ্যের মানোন্নয়নের পদক্ষেপ নিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের ন্যাশনাল একাডেমি ফর অ্যাডভান্সড টেলিকমিউনিকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (NAATRT) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ স্থানীয় উদ্ভাবন সক্ষমতা বাড়াবে। পণ্যের মান, আন্তঃকার্যক্ষমতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইটিইউ স্বীকৃত টেলিকমিউনিকেশন কনফরমেন্স টেস্টিং সেন্টার ও টেস্টিং রেজিম গঠনের কার্যক্রমও চলমান। ইতোমধ্যে অনলাইনে ক্ষতিকর কন্টেন্ট মোকাবিলায় অধিদপ্তরে সাইবার থ্রেট ডিটেকশন ও রেসপন্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ম্যালওয়্যার প্রতিরোধ ও IoT বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর প্রস্তাবিত 'নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স' টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ও সফটওয়্যারের নিরাপত্তা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষাকে ডিজিটাল রূপান্তরের পাইলটিং এর অংশ হিসেবে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য অংশীদার সমন্বয়ে সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলের ৬৭৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়/পাড়াকেন্দ্রের ১৯৭৮টি শ্রেণিকক্ষে ডিজিটালকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

5G, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড ইত্যাদির মতো প্রযুক্তির নতুন যুগে প্রবেশের এই সন্ধিক্ষণে, প্রয়োজন অংশগ্রহণমূলক নীতিমালা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এমন একটি ডিজিটাল ভবিষ্যৎ যেখানে নারী-পুরুষ সবাই সমান সুযোগ পায় এবং কেউ পিছিয়ে না পড়ে।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস, ২০২৫ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আশরাফ হোসেন, পিইঞ্জঃ

টেলিটক আমাদের ফোন
HUAWEI
ZTE
EDOTCO